নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের প্রশাসনাধীন ০৯ টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিয়মানুগ-নিরীক্ষা

অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর

জুন – ২০১৯ খ্রিঃ

প্রথম অধ্যায়

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন ৯ (নয়) টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও নিয়ন্ত্রনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের ২০১৭-২০১৮ হিসাব সালের সংগৃহীত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ, ঝুঁকি নির্ধারণ ,এ্যাসারশন, ম্যাটেরিয়ালিটি নির্ধারণ ও ভাউচার নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত ইউনিটসমূহের ২০-০১-২০১৯ তারিখ আরম্ভ করে ৩০-০৪-২০১৯ তারিখে মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা চলাকালীন নিরীক্ষিত অফিসের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় যে সকল অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে, তা এ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে (AIR) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৯ টি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১৭ টি উন্নয়ন প্রকল্প সহ মোট ২৬ টি অফিস স্থানীয়ভাবে নমুনায়ন পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করা হয়।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১১১ টি (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ১৯ টি, ব্যান্ডক ০৭ টি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর ০৭ টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়েটার ০৯ টি, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাষ্ট ০৪ টি, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৩৫ টি, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ০৪ টি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি ১০ টি, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিইটউট ০৬ টি) এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ২৬ টি (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ০৬ টি, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ১৬ টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়েটার ০১ টি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর ০৩ টি) আপত্তি উত্থাপিত হয়। অডিট কোড, ম্যানুয়েল এবং প্রযোজ্য বিধি বিধান অনুসরণ করে প্রতিবেদনের গুনগত মান নিশ্চিত করা হয়েছে এবং একই ধরনের (Same nature) আপত্তি সমূহ একীভূত করে পরিদর্শন প্রতিবেদনে সর্বমোট ১৩৭ টি আপত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

১৬/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে পিটিএসটি অডিট অধিদপ্তরে অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে মহাপরিচালক জনাব মোঃ জাকির হেসেন খোন্দকার (পিটিএসটি অডিট অধিদপ্তর) এর নেতৃত্বে নিরীক্ষা দলের একটি সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব এ.কে.এম ফজলুর রহমান এবং প্রশাসনাধীন সংস্থা সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন টি ২টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ১ম অধ্যায়ে সূচীপত্র, নিরীক্ষার পটভূমি, নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, পরিধি, নির্ণায়কসমূহ, অনিয়মের কারণসমূহ, ম্যানেজমেন্ট ইস্যু, নিরীক্ষার সুপরিশসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ের ১ম অংশে অনুচ্ছেদসমূহ এবং ২য় অধ্যায়ের ২য় অংশে পরিশিষ্টসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্যঃ

১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
২	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	১। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ২। ব্যান্সডক, ৩। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর, ৪। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়েটার, ৫। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাষ্ট, ৬। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ৭। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ৮। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, ৯। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিইটউট
৩	নিরীক্ষার সময়কাল	২০/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯।
৪	নিরীক্ষার প্রকৃতি	নিয়মানুগ নিরীক্ষা (Compliance Audit)
৫	নিরীক্ষার বছর	২০১৭-১৮
৬	নিরীক্ষার দল নং	০৩
৭	নিরীক্ষা তথ্যসমূহের ধরন	মৌলিক তথ্য সমূহ।
৮	নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহের কৌশল	চাহিদা পত্র ইস্যুকরন ও আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
৯	নিরীক্ষা দলের দলনেতা ও সদস্যগণের নাম ও পদবী	১। জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ও দলপ্রধান ২। জনাব প্রভাংশু শেখর তালুকদার, এস এ এস সুপার, সদস্য ৩। জনাব মোঃ আফাজ উদ্দিন সেখ, সুপার- ইনচার্জ, সদস্য ৪। জনাব অমিতাভ বড়ুয়া, অডিটর, সদস্য ৫। জনাব মোহাম্মদ আবু সাজ্জাদ, অডিটর, সদস্য ৬। জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান, অডিটর, সদস্য ৭। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সদস্য ৮। জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী, এস এ এস সুপার, সদস্য ৯। জনাব আব্দুল মতিন, সুপার, সদস্য ১০। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, অডিটর, সদস্য ১১। জনাব মোঃ এনামুল হক, অডিটর, সদস্য ১২। জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, অডিটর, সদস্য

সূচী পত্র

ক্রমিক নং	অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	২	৩	৪
১	১ম অধ্যায়	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	
২		নিরীক্ষার পটভূমি	
৩		নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	
৪		পরিধি	
৫		নির্ণায়কসমূহ	
৬		অডিট ইস্যু	
৭		অনিয়মের কারণসমূহ	
৮		নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ	
৯	২য় অধ্যায় (১ম অংশ)	উত্থাপিত আপত্তির তালিকা	
১০		অনুচ্ছেদসমূহ	
১১	২য় অধ্যায় (২য় অংশ)	পরিশিষ্টসমূহ	

পটভূমিঃ

পারমাণবিক শক্তির কল্যাণকর ব্যবহার ও পারমাণবিক প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ তারিখ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন তাদের যাত্রা নতুনভাবে শুরু করে। বিজ্ঞান গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান কাউন্সিল অব সয়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগার ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তিতে ১৯৭৩ সালে 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)' নতুন নামে যাত্রা শুরু করে। ১৮ মার্চ ২০১০ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০ পাশ হয় এবং উক্ত আইনের আওতায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার' একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে। ২৬ এপ্রিল ১৯৬৫ তারিখ ঢাকায় 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর' প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০-এর মাধ্যমে এটিকে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল সয়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার' বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষন ও বিতরনের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যন্সডক আইন, ২০১০- এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মর্যাদা প্রদান করা হয়। জিব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৯- তে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি' এর যাত্রা শুরু হয়। জিব প্রযুক্তির বিষয়ে গবেষণা এবং এর সফল প্রয়োগই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। সমুদ্র সম্পদ সনাক্তকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং এর সর্বোচ্চ বহুমূখি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের 'বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি সমুদ্র বিদ্যা বিষয়ে জাতিয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। উন্নত সমৃদ্ধ বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠণ, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাষ্ট আইন, ২০১৬- এর আওতায় বিগত ০৪ মে ২০১৬ 'বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাষ্ট' গঠন করা হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন, সময়োপযোগী কর্মোদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবানুগ ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ও পযুক্তি মন্ত্রণালয় এর প্রশাসনাধীন উল্লিখিত সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

সংস্থাসমূহের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বরাদ্দ ও ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে সংস্থা ও ইউনিটসমূহ নিরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে।

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

- একটি মঞ্জুরী বা বরাদ্দের আওতাধীন কোন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্টকৃত মঞ্জুরীরর বা বরাদ্দের অতিরিক্ত কোনো তহবিল বরাদ্দ দিয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করা;
- সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বাজেটে সংস্থান না থাকা তত্ত্বেও মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অধীনস্ত কোন ইউনিটে পুনঃউপযোজন বা বরাদ্দ করেছে কিনা তা নিরীক্ষা করা;
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কেউ বরাদ্দ আদেশ জারি করেছে কিনা তা নিরীক্ষা করা;
- কোন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরকৃত তহবিলের পর্যাপ্ত সংস্থান আছে কিনা তা নিরীক্ষা করা;
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ সহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত অন্যান্য আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালনপূর্বক ব্যয় নির্বহ করা হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করা;
- ব্যয়ের অনকূলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিশেষ বা সাধারণ ব্যয়মঞ্জুরী আছে কিনা তা নিরীক্ষা করা;
- আর্থিক কর্মকান্ড সরকারী বিধি মোতাবেক পরিপালিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা;
- প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা যাচাই করা;
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা যাচাই করা ;
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হিসাব রক্ষণাবেক্ষনের সঠিক পন্থা অনুসরণ করা হয় কিনা তা যাচাই করা;
- প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দায়, দেনা-পাওনা যাচাই করা;
- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা যাচাই করা;
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'ডেলিগেশন অফ ফিনান্সিয়াল পাওয়ার' ব্যয়ের শ্রেণীবিন্যাস, উপযোজন পুন:উপযোজন, ব্যংক রিকনসিলিয়েশন করা হয় কিনা তা যাচাই করা;
- ক্রয়, নির্মাণ, মেরামত আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;
- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা;

নিরীক্ষার পরিধি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন ০৯ টি সংস্থা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ইউনিট ও উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সালের নিয়মানুগ নিরীক্ষা কার্যক্রম সিএজি কার্যালয় হতে প্রকাশিত অডিট স্ট্যান্ডাড এর মানদন্ড এবং **ISSAI** গাইডলাইন অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের মঞ্জুরী নং- ২৩ এর আওতায় মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থা সমূহের বেতন-ভাতা, সরবরাহ ও সেবা, সকল ধরণের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, প্রকিউরমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ের উপর নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা নির্ণায়ক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন ০৯ টি সংস্থা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ইউনিট ও উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের মধ্য হতে ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সালের আয়-ব্যয়, অবকাঠামো নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়, মেরামত ,জনবল কাঠামো, বিভিন্ন আদায় প্রাপ্তি , অন্যান্য আর্থিক কর্মকান্ড, সংশ্লিষ্ট নথি, রেকর্ডপত্র এবং নিম্ন বর্ণিত আইন, বিধি ইত্যাদি নিরীক্ষার মানদন্ড হিসাবে অনুসরণ করা হয়েছেঃ-

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালায় এর প্রশাসনাধীন সংস্থা সমুহের বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালায় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থা সমুহের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা;
- সেবাদান খাতে প্রাপ্ত আয় বন্টন নীতিমালা;
- TO & E;
- Organogram;
- নিয়োগ পদোন্নতি সংক্রান্ত নথি ও রেকর্ড পত্র;
- পিপিএ-২০০৬, পিপি আর-২০০৮
- ডিপিপি/আরডিপিপি
- General Financial Rule, BSR, Treasury Rule ;
- ভ্যাট ও আয়কর সংক্রান্ত NBR এর আদেশ;
- ডেলিগেশন অব ফিনান্সিয়াল পাওয়ার;

-268-

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

ডাক টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নিরীক্ষাকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন ৯ (নয়) টি সায়ত্তশাসিত সংস্থা ও নিয়ন্ত্রনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের নিরীক্ষা চলাকালীন অডিটি অফিসের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। ব্যবস্থাপনা দুর্বলতার কারণে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু বিষয়ক নিম্নলিখিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়ঃ

- বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ;
- বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত ব্যয়;
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- একখাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়;
- আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করা;
- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি এড়িয়ে সীমিত ও কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের আধিক্য;

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা এবং সরকারী বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে, যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়/সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন অফিসসমূহে প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের মাধ্যমে বর্তমান অনিয়ম বহুলাংশে কমিয়ে আনার কার্যকর পদক্ষেপ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও গতিশীল ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনিয়মের কারণ সমূহ

০১	সরকারি আদেশ/আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ ভাবে পরিপালন না করা
০২	ব্যয় বিবরনীতে বিভিন্ন খাতে প্রকৃত খরচ অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ প্রদর্শন করা
০৩	যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে খরচ না করা
০৪	পূর্ত কার্য এবং পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রয় নীতি এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণ না করা
০৫	বিধি-বিধান পরিপালন না করে মাস ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা
০৬	সেবাদান খাতের প্রাপ্ত আয় সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে বন্টন করা
০৭	সেবাদানের বিপরীতে অর্জিত আয় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করনের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন।
০৮	অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান।
০৯	সরকারি পাওনাদি যথাযথ হারে আদায় এবং সংশ্লিস্ট হিসাবে জমা প্রদান না করা
১০	রাজস্ব খাতের বরাদ্দ হতে টিওএন্ডই বহির্ভূত গাড়ীর মেরামত ও জ্বালানী ব্যয় করায়
১১	আয়কর/ভ্যাট কর্তন/নির্ধারিত হারে কর্তন না করা।
১২	পিপিআর ও সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের আলোকে নির্ধারিত পদ্ধতির ব্যতয় ঘটিয়ে সম্পদ ক্রয়/সংগ্রহ করা।
১৩	আর্থিক ক্ষমতা বর্হিভুতভাবে ব্যয় করা।
১৪	বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন/ অনুমোদন না করা।
১৫	অর্থ বছর শেষে ইউনিট অফিস সমূহের অব্যয়িত অর্থের হিসাব কেন্দ্রীয় হিসাব/সরকারি কোষাগারে প্রেরণ না করায়
১৬	প্রকল্পের প্রাপ্ত ব্যাংক সুদের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করা।

নিরীক্ষার সুপারিশ সমূহ

০১	সরকারি আদেশ/আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ ভাবে পরিপালন করা আবশ্যক
০২	আর্থিক বিবরণী সমূহ নির্ভুল ভাবে প্রণয়ন করা আবশ্যক
০৩	যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে খরচ নিশ্চিত করা আবশ্যক
০৪	সকল ক্ষেত্রে ক্রয় নীতি এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক
০৫	যথাযথ ভাবে বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক শ্রমিক নিয়োগ করা আবশ্যক
০৬	সরকার নির্ধারিত হারে সেবাদান খাতের প্রাপ্ত আয় বন্টন করা আবশ্যক
০৭	সেবাদানের বিপরীতে অর্জিত আয় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
০৮	অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত জনবল নিয়োগ এবং পদের অতিরিক্ত পদোন্নতি প্রদান ন করা আবশ্যক।
০৯	সরকারি পাওনাদি যথাযথ হারে আদায় এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা প্রদান করা আবশ্যক
১০	টিওএন্ডই বহির্ভূত গাড়ী সমূহ টিওএন্ডই ভুক্ত করা আবশ্যক
১১	বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন/ অনুমোদন করা আবশ্যক।
১২	সম্পদ ক্রয়/সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে পিপিআর ও সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুসরণ করা আবশ্যক।
১৩	আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে পরিশোধ না করা।
১৪	সরকার নির্ধারিত হারে আয়কর ও ভ্যাট নির্ধারিত সময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক
১৫	অর্থ বছর শেষে সংস্থার এবং ইউনিট অফিস সমূহের অব্যয়িত অর্থের হিসাব সরকারি কোষাগারে/কেন্দ্রীয় হিসাবে জমা/প্রেরণ আবশ্যক
১৬	প্রকল্পের প্রাপ্ত ব্যাংক সুদের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।